৮ প্রাক্‌কথা
১২ পুণ্য-স্মৃতি
১৫ বঙ্গের ইতিহাস
২০ পরিচয়
২৬ বিজ্ঞাপন
৩৮ ইতিহাস
৫০ 'ওঁ নমো ভগবতে মহম্মদায়'
৭৭ হৃদয়ের আকুতি
৯৫ 'সত্য-ধর্ম্ম'
১১০ 'রজ্জু হেরি কালসর্প ভ্রম'
১৪০ ইহা সামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত হইলে, স্বশ্রম সার্থক মনে করিব
১৮০ উপসংহার

স্ব ল্প ক থা

সহিষ্ণুতা আমাদের সহজাত। অসহিষ্ণুতা বরং বহিরাগত, এবং আরোপিত। এই সত্যিটা আরেকবার বলবার জন্য *বাঙালি হিন্দুর রসুল-চর্চা* এবং *বাঙালি মুসলমানের কালীচর্চা* বইদুটি জরুরি ছিল। বিশেষ করে আজকের আবহে।

নির্বাহী সম্পাদক
প্রতিক্ষণ

প্রাক্‌কথা

৭ই আষাঢ় ১৩২৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ কালিদাস নাগকে যে চিঠি লিখেছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে, তা-ই পরবর্তীকালে, ১৩৪৪-এর বৈশাখ মাসে *কালান্তর* নামে বইয়ে, *হিন্দুমুসলমান* (বিশ্বভারতী, ১৩৫৫, পৃষ্ঠা ৩১৬-৩১৮) প্রবন্ধ আকারে স্থান পায়। এই চিঠি লেখার কারণ, কালিদাস নাগ জানতে চেয়েছেন—

"ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমান-সমস্যার সমাধান কী।" রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ঠিক যখন আমার জানলার ধারে বসে গুঞ্জনধ্বনিতে গান ধরেছি— [...] ঠিক এমন সময় সমুদ্রপার হতে তোমার প্রশ্ন এল," এবং রবীন্দ্রনাথ সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন—

> [...] য়ুরোপীয় আর খৃস্টান এই দুটো শব্দ একার্থক নয়। 'য়ুরোপীয় বৌদ্ধ' বা 'য়ুরোপীয় মুসলমান' শব্দের মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা নেই। কিন্তু ধর্মের নামে যে জাতির নামকরণ ধর্মমতেই তাদের মুখ্য পরিচয়। 'মুসলমান বৌদ্ধ' বা 'মুসলমান খৃস্টান' শব্দ স্বতই অসম্ভব। অপর পক্ষে হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ, তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়— অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non-violent non-cooperation। হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমানধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফত উপলক্ষ্যে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত

পুণ্য-স্মৃতি

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী

কর্ত্তৃক প্রণীত

পুণ্য-স্মৃতি

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাস।

এখন থেকে ৮৩ বছর আগের কথা। আরও ৮ বছর পরে দেশভাগ হয়ে তবে স্বাধীনতা আসবে। তখনও দেশভেদে এপার ওপার তকমা জোটেনি বাংলার। তখনও নোয়াখালি আর কলকাতা 'ভ্রাতৃঘাতী' দাঙ্গা দেখেনি। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর অসন্তোষ থাকলেও ধর্মের নামে এমন বর্বর গণহত্যা তখনও প্রত্যক্ষ করেনি বাঙালি। সেই সময় শীতকালের একদিন, কলকাতা শহরের বৈঠকখানা বাজারে এক ছাপাখানা থেকে রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্তী নামে জনৈক চট্টগ্রামনিবাসী বঙ্গসন্তানের একখানা বই ছেপে বেরোল। বইয়ের মাপ সাড়ে সতেরো সেন্টিমিটার লম্বা এবং সাড়ে এগারো সেন্টিমিটার চওড়া। প্রকাশক গ্রন্থকার স্বয়ং। বইয়ে কলকাতার চেতলা এবং প্রতাপাদিত্য রোড— দুটো ঠিকানা দেখা গেল গ্রন্থকারের। উৎসর্গ পত্রে দেখা গেল, "ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের নামে উৎসর্গ করা হইল।" তারিখ দেওয়া, "৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৯ ইং"।

এই বইয়ের নাম 'পুণ্য-স্মৃতি'। এক হিন্দু চক্রবর্তী বামুনের লেখা হযরত মুহাম্মদের জীবনকাব্য।

একটা বইয়ের খবর কেন এভাবে বললাম তার সুস্পষ্ট কারণ আছে। এই লেখার ভিতরে প্রবেশ করে ক্রমে ক্রমে তা জানা যাবে। কীভাবে, কেন, কখন, কোথায় এই বই লেখা হল, ছাপা হল, রুক্মিণীবাবু নিজেই তা জানিয়েছেন সবিস্তারে। তাঁর জবানীতেই সেই বৃত্তান্ত শোনা যাক—

নিবেদন

মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের পুণ্যময় জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা